০১৩২০১২৪৫০৩ নাম্বারে যোগাযোগ করলেই দ্রুততম সময়ের মধ্যে মিলছে অক্সিজেন। পুলিশ সদস্যরা নিজেরাই রোগীর বাড়ি গিয়ে অক্সিজেন পৌঁছে দিচ্ছে এবং ফুরিয়ে গেলে রিফিলসহ প্রয়োজন শেষ হলে অক্সিজেন সিলিন্ডার ফেরত নিয়ে আসছে। এমনকি হাসপাতালে সরবরাহ করা হচ্ছে জেলা পুলিশের অক্সিজেন। জীবনের ঝুকিঁ নিয়ে করোনার রোগীদের সেবা দিয়ে যাচ্ছেন পুলিশ সদস্যরা। ছোট-বড় ৫১টি সিলিন্ডার নিয়ে অক্সিজেন ব্যাংকের যাত্রা শুরু করে নাটোর জেলা পুলিশ। বর্তমানে ১.৩৬ ঘনমিটারের ১২১টি সিলিন্ডার, ৬.৮ ঘনমিটার ৩০টি এবং ৯.৫ ঘনমিটারের ২০টি সিলিন্ডার নিয়ে পুলিশ অক্সিজেন ব্যাংকে মোট অক্সিজেন সিলিন্ডার রয়েছে ১৭১ টি।

জেলা পুলিশের এই অক্সিজেন ব্যাংক নিয়ে দেশের মূলধারার প্রায় সকল গণমাধ্যম দারুণ গুরুত্বের সাথে এবং পজিটিভলি সম্প্রচার করেছে। সংবাদ মাধ্যমগুলোতে প্রচারের পর দেশ বিদেশের মানুষ এই বিষয়কে সাধুবাদ জানিয়েছেন। যা সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশ পুলিশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে।

সাধারণ নাটোরবাসী বিষয়টিকে এতটাই ভালভাবে গ্রহণ করেছে যে তাঁরা দাবি করেন প্রত্যেক জেলায় যেন এমন অক্সিজেন ব্যাংক গড়ে তোলে পুলিশ সদস্যরা।

লোভ ও নিরীহ বাবার গল্প

আলহাজ্ব, বয়স ৮। সে বাড়ির সামনে খেলাধুলা করছিল। এসময় কামরুল তাকে বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার কথা বলে গাড়ির পেছনে গ্যাস সিলিন্ডারের পাশে বসিয়ে রাখে। অনেক দুর যাওয়ার পর কামরুলের এক বন্ধুর বাড়িতে নেওয়া হয় তাকে। সেখানে পানি খাওয়ালে সে ঘুমিয়ে পড়ে। আর আলহাজ্ব-এর কিছুই মনে নেই। অপহরণ হয় আলহাজ্ব। অপহরণের পর শিশুটিকে কামরুল হাসান একটি প্রাইভেটকারে করে প্রথমে সিরাজগঞ্জ জেলার হাটিকুমরুল এলাকায় নিয়ে যায়। সেখান থেকে কারাগারে পরিচয় হওয়া বগুড়ার দুপচাঁচিয়ায় রুবেলের কাছে তাকে তুলে দেওয়া হয়।

ঘটনার দিন ২১ আগস্ট আলহাজ্বকে না পেয়ে দিনভর আশেপাশের নানা জায়গায় আলহাজ্বকে খোঁজাখুঁজি করতে থাকে। কোথাও তাকে পাওয়া যায়নি। পরদিন অর্থাৎ ২২ আগস্ট সকাল ৭টার দিকে অচেনা একটি মোবাইল নাম্বার থেকে অজ্ঞাত এক ব্যক্তি আকতার প্রামাণিককে ফোন করে ছেলেকে জীবিত ফেরত পেতে চল্লিশ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করে। এসময় আকতার অজ্ঞাত ওই ব্যক্তির ঠিকানা জানতে চাইলে পরদিন তা জানানো হবে বলে জানায়। এছাড়া অজ্ঞাত ওই ব্যক্তি অপহৃত শিশু আলহাজ অসুস্থ হয়ে পড়েছে জানিয়ে তার চিকিৎসার জন্য দ্রুত ত্রিশ হাজার টাকা দিতে বলে। এই খবরে আকতার প্রামাণিকের পুরো পরিবার ভেঙ্গে পড়ে। অপহরণের একদিন পর আকতার প্রামাণিক বিষয়টি জানায় বড়াইগ্রাম থানা পুলিশকে।

(বড়াইগ্রাম থানা পুলিশ কর্তৃক ধৃত আসামী কামরুল হাসান)

শিশু অপহরণ ও মুক্তিপণের কথা শুনার সঙ্গে সঙ্গেই বড়াইগ্রাম সার্কেলের এডিশনাল এসপি মোঃ খায়রুল আলম বিষয়টি পুলিশ সুপার লিটন কুমার সাহাকে অবগত করেন। একই সঙ্গে তিনি তথ্য-প্রযুক্তির সহায়তায় মুক্তিপণ দাবীকারী অপহরণকারীর অবস্থান সনাক্তের চেষ্টা করেন। তথ্য-প্রযুক্তি বিশ্লেষণ করে ঐ দিন রাতেই স্থানীয় লক্ষ্মীকোল বাজার থেকে ভিকটিমের বাবার ভাইয়ের নাতী কামরুল হাসানকে আটক করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদে সে স্বীকার করে তার ও রুবেল নামে এক সহযোগীর পরিকল্পনায় ভিকটিম আলহাজকে অপহরণ করা হয়েছে। ভিকটিম রুবেলের তত্বাবধানে রয়েছে। কামরুলের দেওয়া তথ্য মতে বড়াইগ্রাম থানা পুলিশ বগুড়ায় কামরুলের বাসায় অভিযান চালায়। কিন্তু সেখানে রুবেলকে না পেলেও তার স্ত্রী আকলিমাকে পাওয়া যায়। আকলিমার মাধ্যমে রুবেলের অবস্থান ঢাকার বাড্ডা এলাকায় বলে জানতে পারে পুলিশ। পরে দ্রুত ঢাকায় একটি টিম পাঠিয়ে বাড্ডা এলাকা থেকে ভিকটিম শিশু আলহাজকে অসুস্থ অবস্থায় উদ্ধার করা হয়।

উদ্ধারের পর আলহাজকে রাজারবাগ পুলিশ হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে নিয়ে যাওয়া হয় নাটোরে। সেখানে আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী তাকে পরিবারের জিম্মায় দেয় বড়াইগ্রাম থানা পুলিশ।

লালনশাহ্ সেতু ও সিসিটিভি ক্যামেরার গল্প - একটি ডাকাতি রহস্যের যবনিকা

তখন মধ্যরাত। একটা মেসেজ এলো। নাটোর শহরের প্রাণকেন্দ্রে একটি দোকান থেকে ট্রাকে আড়াল করে দারোয়ানকে বেঁধে ৩২ হাজার টাকা নগদ সহ প্রায় ৯ লাখ ২৮ হাজার টাকার মালামাল নিয়ে গেছে ডাকাতরা। সঙ্গে সঙ্গে নাটোর সদরের সবগুলো টিম অ্যাক্টিভ হলো। ঘটনাস্থলে গিয়ে তারা দেখল পাশের দোকানের বাইরে যে সিসিটিভি ছিল সেটা বাঁকানো, দোকানের তালা ভাঙা, দোকানের ভিতর সিসিটিভির ডিভিআর ডাকাতরা খুলে নিয়ে গেছে। দোকানের মালামাল(ব্যাটারি) এবং নাইটগার্ডকে ট্রাকে উঠিয়ে তারা প্রস্থান করেছে। নাটোর শহরের এই ধরনের ঘটনা খুব বেশি ঘটে না। প্রথম সেকেন্ড থেকেই আমরা নাটোর জেলা পুলিশ তার গুরুত্বপূর্ণ পাঁচটি টিম নিয়ে ওই রাতেই শহরের বিভিন্ন প্রান্তে থাকা সিসিটিভি গুলো এনালাইসিস করে কিন্তু কোনো অবস্থাতেই গাড়ীর অস্তিত্ব পাওয়া যাচ্ছিল না। শুধুমাত্র পাশের দোকানের যে সিসিটিভি বাঁকানো ছিল সেই সিসিটিভি যতক্ষণ সোজা ছিল তাতে যেটুকু ছবি এসেছে তাতে যারা ডাকাতি করেছে তাদের মুখোশ পরা ছবি গুলো দেখা যাচ্ছিল এবং ট্রাকের বডির একটা অংশ দেখা যায়।ট্রাকের বডির এই আংশিক ছবি নিয়ে কাজ শুরু হয়।

(নাটোর থানা এলাকায় ব্যাটারীর দোকান ডাকাতির ঘটনায় ধৃত ৬ ডাকাত ও ব্যাটারী উদ্ধার সংক্রান্তে প্রেস ব্রিফিং)

লালন শাহ সেতু সিসিটিভি চেক করাকালে ডাকাতির অনুরূপ একটা গাড়ি দেখা যায়। নাম্বার প্লেটটা খুলে সামনের গ্লাসের উপর রাখা ছিল। এই ভুল থেকেই এই ডাকাতি মামলার রহস্য উদঘাটন হয়। সেই ট্রাকসহ ডাকাতকে আটক করা হয়।। এই ট্রাকে তখন প্রায় দশ লক্ষ টাকার ব্যাটারি ছিল। জিজ্ঞাসাবাদের সূত্র ধরে পটুয়াখালী, খুলনা, যশোর অভিযান চালিয়ে ডাকাতির সঙ্গে জড়িত সকলকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং লুণ্ঠিত মালামাল উদ্ধার করা হয়। তাদের চার জন কোর্টে তাদের জবানবন্দি দিয়ে এই ঘটনার দায় স্বীকার করেছে। ব্যাটারিগুলো ফেরৎ পেয়ে মালিকের মুখে হাঁসি ফুটে। শক্তিশালি একটি আন্তজেলা ডাকাতদল গ্রেফতার হওয়ায় স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে এই অঞ্চলের মানুষ।

নাটোর জেলা পুলিশ এর অক্সিজেন ব্যাংক উদ্বোধন

করোনা আক্রান্তদের মাঝে দ্রুত অক্সিজেন সিলিন্ডার পৌঁছে দেয়ার সুবিধার্থে পুলিশ সুপার, নাটোর লিটন কুমার সাহা নাটোর জেলার বিভিন্ন থানায় অক্সিজেন ব্যাংকের বুথ স্থাপন

নাটোর জেলায় আত্রাই নদীর পানির প্রবাহ বাঁধা সৃষ্টিকারী সকল অবৈধ স্থাপনা এবং সৌতিজাল অপসারণে কাজ করেন পুলিশ সুপার, নাটোর।

পুলিশ সুপার, নাটোর এর সার্বিক নির্দেশনা এবং নিবিড় তত্বাবধানে নলডাঙ্গায় কাপড়েরর দোকান ডাকাতির সমস্ত মালামাল উদ্ধার পূর্বক আসামীদের গ্রেফতার করা হয়।

কালের কণ্ঠ
উদ্ধার হলো তাইবা, যে কারণে শিশুটিকে চুরি করলেন শাকিলা
চলনবিলে পথ হারানো নৌকা বোঝাই যাত্রীদের সারারাত খুঁজে উদ্ধার পুলিশের
কারাগারে কয়েদীর গল্পের সূত্র ধরে চাঞ্চল্যকর ডাকাতি মামলার রহস্য উদঘাটন
প্রথম আলো
আট দিন পর হারানো মেয়েকে ফিরে পেলেন মা
বাংলা ট্রিবিউন
ফোন দিলেই ১০ মিনিটের মধ্যে পৌঁছে যাবে অক্সিজেন
DHAKA POST
ফোন করলেই ১০ মিনিটে বিনামূল্যে অক্সিজেন পৌঁছে দেবে পুলিশ
নাটোর পুলিশ অক্সিজেন ব্যাংক
শুভ উদ্বোধন
নাটোরে পুলিশের অক্সিজেন ব্যাংকের উদ্বোধন

পাবনা জেলা

হার্ডিঞ্জ ব্রিজ, পাবনা

পাবনা জেলার পটভূমি ঃ

পাবনা জেলার ইতিহাসঃ

১৮২৮ খ্রিস্টাব্দের ১৬ অক্টোবর স্বতন্ত্র জেলা হিসেবে পাবনা স্বীকৃতি লাভ করে। ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দের দিকে জেলার বেশির ভাগ অংশ রাজশাহী জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। রাজশাহী জেলার ৫টি থানা ও যশোর জেলার ৩টি থানা নিয়ে সর্বপ্রথম পাবনা জেলা গঠিত হয়। ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দের ২১ নভেম্বর যশোরের খোকসা থানা পাবনা জেলার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অন্যান্য থানা গুলোর মধ্যে ছিল রাজশাহীর খেতুপাড়া, মথুরা, শাহজাদপুর, রায়গঞ্জ ও পাবনা। যশোরের চারটি থানা ধরমপুর, মধুপুর, কুষ্টিয়া ও পাংশা। তখন পশ্চিম বাংলার মালদহ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এ ডব্লিউ মিলস জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে নিযুক্ত হন। ১৬ নভেম্বর ১৮২৮ খ্রিষ্টাব্দ মি. ই-ইভানস মহোদয়কে পাবনার পুলিশ সুপার পদে পদায়ণ করা হয়। তিনি নবগঠিত পাবনা জেলার প্রথম পুলিশ সুপার।

১২ জানুয়ারী ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে সিরাজগঞ্জ থানাকে মোমেনশাহী বর্তমানে ময়মনসিংহ জেলা থেকে পৃথক করে ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে মহকুমায় উন্নীত করে পাবনা জেলায় অন্তভুক্ত করা হয় এবং প্রশাসনিক কার্যক্রম গতিশীল করতে একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করা হয়। নীল বিদ্রোহ চলাকালে শান্তি শৃংখলার অবনতি হলে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে পাবনা জেলা প্রশাসক হিসেবে টি.ই. রেভেন্স মহোদয়কে এবং ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে পাবনা জেলায় লর্ড ক্যানিং মহোদয়কে কালেক্টর হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। এর আগে ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে সিরাজগঞ্জ ও ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে পাবনায় মিউনিসিপ্যালিটি গঠিত হয় এবং ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে জেলা বোর্ড প্রবর্তিত হয়। যখন কোম্পানি শাসনের অবসান ঘটে তখন স্বভাবতই এ জেলা ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে বৃটিশ সাম্রাজ্যের সম্রাজ্ঞী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার শাসনাধীনে চলে যায়। ১৮৫৫ স্টিাব্দে কুমারখালী থানা সৃষ্টি হলে তা ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে পাবনা জেলার একটি মহকুমা হয়। ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে মহকুমা অবলুপ্ত করে কুষ্টিয়া মহকুমার অংশ করা হয়। ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে পাবনা জেলা জজ আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়। এর আগে কয়েককটি থানা বদলে যায়। পাবনা নামের উদ্ভব সম্পর্কে বিশেষ ভাবে কিছু জানা যায় না। তবে বিভিন্ন মতবাদ আছে। প্রত্নতাত্মিক কানিংহাম অনুমান করেন যে, প্রাচীন রাজ্য পুন্ড্র বা পুন্ড্রবর্ধনের নাম থেকে পাবনা নামের উদ্ভব হয়ে থাকতে পারে। তবে সাধারণ বিশ্বাস পাবনী নামের একটি নদীর মিলিত স্রোত ধারার নামানুসারে এলাকার নাম হয় পাবনা।

পাবনা জেলার আয়তন, জনসংখ্যা ও অন্যান্য তথ্যাবলীঃ-

পাবনা জেলার আয়তন ২,৩৭১.৫০ বর্গ কিলোমিটার, লোকসংখ্যাঃ ২২,৬০,৫৪০ জন (পুরুষ-১১৫৬৮০৯ জন, মহিলা-১১,০৩,৭৩১ জন), থানার সংখ্যাঃ ১১টি, উপজেলার সংখ্যাঃ ৯ টি, পৌরসভার সংখ্যাঃ ৯ টি, ইউনিয়নের সংখ্যাঃ ৭৪ টি, গ্রামের সংখ্যাঃ ১,৫৪৯ টি, মৌজার সংখ্যাঃ ১,৩২১ টি, ডাকঘরঃ ১৪৫ টি।

পাবনা জেলা পুলিশের অবকাঠামোঃ-

পাবনা জেলা পুলিশ ১১ টি থানা, ০৭ টি পুলিশ ফাঁড়ী, ০৪ টি পুলিশ তদন্ত কেন্দ্র, ০১ টি স্থায়ী ক্যাম্প, ০৪ টি অস্থায়ী ক্যাম্প এবং পাবনা শহরে পুলিশ সুপারের কার্যালয় ও পুলিশ লাইন্স নিয়ে গঠিত। পাবনা জেলায় পুলিশ সুপার হতে কনস্টেবল পর্যন্ত ১৭৫৪ জন জনবল রয়েছে। এছাড়াও ৪৭ জন সিভিল স্টাফ এবং অতিরিক্ত ৩০ জন মাষ্টার রোলে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মচারী আছে।

পাবনা জেলার উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় স্থানসমূহঃ-

পাবনা জেলার দর্শনীয় স্থানগুলোর মধ্যে তাড়াশ ভবন (পাবনা সদর), মহানায়িকা সুচিত্রা সেনের বাড়ী (পাবনা), সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরীর বাড়ী (চাটমোহর), লালন শাহ্ সেতু (ঈশ্বরদী), হার্ডিঞ্জ ব্রীজ (ঈশ্বরদী), পাবনা মানসিক হাসপাতাল, জোড় বাংলা মন্দির, আজিম চৌধুরীর জমিদার বাড়ী (দুলাই), শাহী মসজিদ (ভাঁড়ারা), শ্রী শ্রী অনুকূল ঠাকুরের আশ্রম (হেমায়েতপুর), নর্থ বেঙ্গল পেপার মিলস, বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা কেন্দ্র (ঈশ্বরদী), পাবনা সুগার মিল্স (ঈশ্বরদী), ঈশ্বরদী বিমান বন্দর, কৃষি ফার্ম, নগরবাড়ী/নটাখোলা ঘাট (বেড়া), স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যাল (শহর/বিসিক শিল্প নগরী), পাকশী, কাঞ্চন পার্ক (সুজানগর), খয়রান ব্রীজ (সুজানগর), প্রশান্তি ভুবন বিনোদন পার্ক (জালালপুর), দুবলিয়া মেলা (দুর্গা পুজার সময়), বড়াল ব্রীজ, দীঘিরপিঠা (ফরিদপুর), রাজা রায় বাহাদুরের বাড়ি (ফরিদপুর), রূপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র, পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, শতবর্ষী এডওয়ার্ড কলেজ, সুজানগর উপজেরার বৃহত্তম গজনার বিল সহ অনেক আকর্শনীয় দর্শনীয় স্থান রয়েছে।

পাবনা জেলার সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও জনপ্রিয় খাবার ঃ

তাঁত শিল্প সমৃদ্ধ পাবনা রাজশাহী বিভাগের একটি জেলা। পাবনা জেলার বিভিন্ন নদীতে ঐতিহ্যবাহী নৌকা বাইচ, লোক সংঙ্গীত, লোকগাঁথা, লোকনৃত্য, নকশা, পালাগান ইত্যাদি লোকসংস্কৃতিতে ঐতিহ্য মন্ডিত । উল্লেখ্য যে, পাবনা বাংলাদেশের অন্যতম তাঁত শিল্প সমৃদ্ধ জেলা এবং দুগ্ধ শিল্পে বাংলাদেশে সর্বাধিক পরিচিত একটি জেলার নাম পাবনা। এছাড়াও ফরিদপুরের ঘি, ঈশ্বরদীর রসালো লিচু, আটঘরিয়ার চাচকিয়া লুঙ্গি, ব্যাক্তি উদ্যোগে পরিচালিত ডেইরী ফার্ম সহ দুগ্ধজাতপণ্য যেমন প্যারাসন্দেশ, দধি, বিভিন্ন রকমের মিষ্টান্ন ও ঘি প্রসিদ্ধ।

পাবনা জেলা পুলিশের উর্ধ্বতন অফিসার"গণের পরিচিতি ঃ

জনাব মোহাম্মদ মহিবুল ইসলাম খান, বিপিএম
পুলিশ সুপার, পাবনা।

জনাব মোঃ স্নিগ্ধ আখতার, পিপিএম
অতিরিক্ত পুলিশ সুপার(প্রশাসন ও ডিএসবি),পাবনা।

জনাব মোঃ মাসুদ আলম
অতিরিক্ত পুলিশ সুপার(অপরাধ),পাবনা।

জনাব শেখ মোঃ জিন্নাহ আল মামুন
অতিরিক্ত পুলিশ সুপার(সদর), পাবনা।

জনাব মোঃ রোকনুজ্জামান সরকার
অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, সদর সার্কেল, পাবনা।

জনাব মোঃ ফিরোজ কবির
অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, ঈশ্বরদী সার্কেল, পাবনা।

জনাব মোঃ শরিফুল ইসলাম
সহকারী পুলিশ সুপার(এসএএফ), পাবনা।

জনাব মোঃ সজীব শাহরীন
সহকারী পুলিশ সুপার,চাটমোহর সার্কেল, পাবনা।

জনাব মোঃ রবিউল ইসলাম
সহকারী পুলিশ সুপার, সুজানগর সার্কেল, পাবনা।

জনাব মোঃ তোজাম্মেল হক
কোর্ট ইন্সপেক্টর, সদর কোর্ট, পাবনা।

জনাব মোঃ আশরাফুজ্জামান
ডিআইও-১, ডিএসবি, পাবনা।

জনাব মোঃ আব্দুল হান্নান
ইনচার্জ, জেলা গোয়েন্দা শাখা, পাবনা।

জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম
অফিসার ইনচার্জ, পাবনা থানা, পাবনা।

জনাব মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন
অফিসার ইনচার্জ, আতাইকুলা থানা, পাবনা।

জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান
অফিসার ইনচার্জ, ঈশ্বরদী থানা, পাবনা।

জনাব মোঃ হাফিজুল ইসলাম
অফিসার ইনচার্জ, আটঘরিয়া থানা, পাবনা।

জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন
অফিসার ইনচার্জ, চাটমোহর থানা, পাবনা।

জনাব মু. ফয়সাল বিন আহসান
অফিসার ইনচার্জ, ভাঙ্গুড়া থানা, পাবনা।

জনাব মোঃ মাসুদ রানা
অফিসার ইনচার্জ, ফরিদপুর থানা, পাবনা।

জনাব মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন
অফিসার ইনচার্জ, সাঁথিয়া থানা, পাবনা।

জনাব অরবিন্দ সরকার
অফিসার ইনচার্জ, বেড়া থানা, পাবনা।

জনাব মোঃ মিজানুর রহমান
অফিসার ইনচার্জ, সুজানগর থানা, পাবনা।

জনাব মোঃ রওশন আলী
অফিসার ইনচার্জ, আমিনপুর থানা, পাবনা।

উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটনা

"১০ হাজার টাকার জন্য নিষ্পাপ শিশু খুন, ধরা পড়েছে খুনী"

গত ০৯ ফেব্রুয়ারী রাত আনুমানিক ০৮ ঘটিকার দিকে জনৈক আফজাল হোসেন মীর সাং-শ্রীকোলা, ইউপি-সাদুল্লাপুর, থানা-আতাইকুলা থানায় এসে অভিযোগ করেন যে, তার ছেলে বিল্লাল হোসেন মীর (১১) মাঝে মাঝে তার বাবার মটরচালিত ভ্যান চালাত। ঘটনার দিন দুপুর ০১টা থেকে ০১.৩০ টার দিকে কে বা কাহারা বিল্লালের ভ্যান রিজার্ভ করে নিয়ে যায় কিন্তু আর ফিরে না আসায় অনেক খোঁজাখুজির পর থানায় এসে Missing Diary করে।

বিল্লাল স্থানীয় ফোরকানিয়া মাদ্রাসায় দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে। তারা ০২ ভাই ০২ বোন। বড় ০২ বোন ৫ম ও ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ে। ছোট ভাইয়ের বয়স ০৫ বছর। বিল্লালের বাবা আফজাল প্যারালাইসড হয়ে দুই পা প্রায় অচল। ০৪ ছেলে মেয়ের পড়াশোনা আর অভাবের সংসার চালানো নিয়ে বাবা আফজাল যখন চরম অসহায় হয়ে পরে তখনই দেবদূত হিসেবে হাজির হয় মাত্র ১১ বছর বয়সী বিল্লাল। দুই প্যারালাইসড পা নিয়ে বাবা ভ্যান চালাতে পারবে না তাই মটরচালিত ভ্যান নিয়ে বাবার পাশাপাশি শিশু বিল্লালও ভ্যান চালাতো। কিন্তু সংসারের একমাত্র উপার্জনক্ষম এই ১১ বছরের শিশুর উপর শ্যেন দৃষ্টি পরল একই গ্রামের দুই নেশাখোর মানুষ নামের অমানুষের। নেশা করার এক পর্যায়ে তারা পরিকল্পনা করল যে, তারা ফুসলিয়ে দুরে কোথাও নিয়ে ভ্যানটি বিক্রি করে দিবে। পরিকল্পনামত ঘটনার দিন ০১.০০-২.০০ টার দিকে ঘরের খুটির জন্য বাঁশ আনার কথা বলে বেশি টাকা ভাড়া দেওয়ার কথা বলে ভ্যান রিজার্ভ করে দুবলিয়া বেড়ি বাঁধের নির্জন জায়গায় নিয়ে যায়। সেখানে ভ্যান বিক্রি করার মাত্র কয়েক হাজার টাকার জন্য এই অবুঝ একমাত্র উপার্জনক্ষম শিশুটিকে হত্যা করে ক্যানেলের কচুরিপানার ভিতরে লুকিয়ে রাখে।

শুরুতে কোন ক্লু পাওয়া যাচ্ছিল না। নিখোঁজ ছোট্ট ছেলেটাকে কে বা কারা নিয়ে গেছে, কেন নিয়ে গেছে এর কোন উত্তর নেই। ঘটনাস্থলে ও এর আশে পাশের এলাকা থেকে বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করেও আশার আলো পাওয়া যাচ্ছিল না। হঠাৎ একটি সূত্র থেকে গোয়েন্দা টিম চুরি হওয়া ভ্যানটির সন্ধান পেল। জাহাঙ্গীর নামক এক ব্যক্তি সদর থানার হাজীর হাট থেকে ভ্যানটি শ্রী কোলের বকুল শেখ এর নিকট থেকে ১০,০০০/- টাকায় কিনেছিল। কিন্তু বকুল লাপাত্তা। ঐ রাতেই বকুলের মাকে এক দুর সম্পর্কের আত্মিয়ের বাড়ি থেকে পাওয়া যায়। বকুলের মা জানায় যে, বকুলের শশুর বাড়ি নাটোরের গুরুদাসপুর। সেখানে তার ০২টা মেয়েও রয়েছে। কিন্তু নেশা করার কারনে প্রায় বছর খানেক হলো তার বউ ডিভোর্স দিয়েছে। তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় এবং পুলিশ কনস্টবল অচিন্ত কুমার মুকুটমনির সক্রিয় সহযোগীতায় বকুলকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়। পরবর্তীতে জিজ্ঞাসাবাদে সে হত্যার কথা স্বীকার করে। বলে ভ্যান বিক্রি করে মাদকের টাকা জোগার করার জন্য তারা বিল্লালকে হত্যা করেছে। আসামীর দেখানো মতে কচুরিপানার ভিতর থেকে শিশু বিল্লালের অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার করা হয়।

এভাবেই সমাপ্ত ঘটে এক অপার সম্ভাবনাময় শিশুর জীবনাবসান, যে মাত্র ১০ বছর বয়সে পড়াশুনার পাশাপাশি সংসারের দায়িত্ব নিতে বাধ্য হয়েছিল।

সম্পর্কের সন্দেহ থেকে হত্যাকান্ডের পরিকল্পনা

পাবনার সাঁথিয়ায় অটোরিকশাচালক সেলিম মিয়াকে (২৮) হত্যা ও তাঁর গাড়ি ছিনতাইয়ের রহস্য উদ্‌ঘাটনের কথা বলছে পুলিশ। তাঁদের ভাষ্য, একজনের স্ত্রীর সঙ্গে সেলিমের সম্পর্কের সন্দেহ থেকে এ খুনের পরিকল্পনা হয়। পরে আর্থিকভাবে লাভবান হতে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশাটি ছিনতাই করে বিক্রি করেন খুনের ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিরা।আজ মঙ্গলবার সকালে নিজ কার্যালয়ে প্রেস ব্রিফিং করে এ কথা বলেন পাবনার পুলিশ সুপার মহিবুল ইসলাম খান। তিনি বলেন, খুনের ঘটনায় গ্রেপ্তার হওয়া পাঁচজন জিজ্ঞাসাবাদে এসব কথা স্বীকার করেছেন।

গ্রেপ্তার হওয়া শীলা খাতুনের বাড়িতে যাতায়াত ছিল উপজেলার গোসাইপাড়া গ্রামের বাসিন্দা সেলিম মিয়ার এ থেকে শীলার সঙ্গে সেলিমের সম্পর্ক রয়েছে বলে সন্দেহ করতে শুরু করেন তাঁর স্বামী আল-আমীন।